শেখ হাসিনার নির্দেশ
জলবায়ু সহিষ্ণু বাংলাদেশ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ রাবার বোর্ড
প্রধান কার্যালয়
ই ১০-১৩, এম এ কে খলিল সড়ক, পশ্চিম পাহাড়
বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট ক্যাম্পাস, ষোলশহর, চট্টগ্রাম।
www.rubberboard.gov.bd

স্মারক নং- বিআরবি/প্রশাসন-৫১/২০২৩- **৫৪৯(১)**. তারিখঃ ২৭/০৮/২০২৩ খ্রিঃ

বিষয়ঃ পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদনে অন্তর্ভূক্তির নিমিত্ত তথ্য-উপাত্ত সরবরাহ প্রসঙ্গে।

সূত্রঃ ১। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের প্রশাসন অধিশাখা-২ স্মারক নং-২২.০০.০০০০.০৫২.১৬.০০৩.২২.৩৭৮; তাং-২৪.০৭.২০২৩ খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত স্মারকের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন অন্তর্ভূক্তির নিমিত্ত বাংলাদেশ রাবার বোর্ড, চট্টগ্রাম এর ০১/০৭/২০২২ হতে ৩০/০৬/২০২৩ এর মধ্যবর্তী সময়ের উল্লেখযোগ্য তথ্য-উপাত্ত (ছবিসহ) মহোদয়ের সদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে প্রেরণ করা হলো।

সচিব
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
(দৃঃআঃ সিনিয়র সহকারী সচিব, প্রশাসন অধিশাখা-২)

২৭.৮.২৩
(তৃলা দেব)
সিনিয়র সহকারী সচিব
উপপরিচালক (প্রশাসন)
বাংলাদেশ রাবার বোর্ড, চট্টগ্রাম
ফোনঃ ০২৪১৩৮০০৯৭
deputydirector.brb@gmail.com

অনুলিপিঃ সদয় জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে

১। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ রাবার বোর্ড, চট্টগ্রাম
২। অফিস কপি।

বাংলাদেশ রাবার বোর্ড

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২২-২০২৩

বাংলাদেশে রাবার চাষের ইতিবৃত্ত

রাবার একটি অত্যন্ত মূল্যবান অর্থকরী বনজ সম্পদ যার বিভিন্ন ধরণের ব্যবহার রয়েছে। রাবার গাছের কষ (ল্যাটেক্স) থেকে রাবার উৎপন্ন হয়। বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে বৃটিশদের মাধ্যমে বাংলাদেশে প্রথম রাবার চাষ শুরু হয়। ১৯৫২ সালে তৎকালীন বনবিভাগ মালয়েশিয়া ও শ্রীলংকা হতে রাবার বীজ ও কয়েক হাজার রাবার চারা নিয়ে পরীক্ষামূলকভাবে চট্টগ্রাম ও টাঙাইলের মধুপুর এলাকায় কিছু গাছ রোপণ করে। ১৯৫৯ সালে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO) বাংলাদেশে রাবার চাষের সম্ভাব্যতা যাচাই করে এবং এদেশের জলবায়ু ও মাটি রাবার চাষের জন্য উপযোগী তাই বাণিজ্যিকভাবে রাবার চাষ করার সুপারিশ করে। ১৯৬১ সালে প্রথম সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় বাণিজ্যিকভাবে চট্টগ্রাম ও সিলেটের পার্বত্য এলাকায় রাবার চাষ শুরু করা হয়। বনবিভাগ ১৯৬০ সালে ২৮৭ হেক্টর জমিতে রাবার চাষের একটি পাইলট প্রকল্প গ্রহণ করে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় কক্সবাজারের রামুতে ৩০ একর এবং চট্টগ্রামের রাউজানে ১০ একর মোট ৪০ একর বাগান সৃষ্টির মাধ্যমে এদেশে রাবার চাষের যাত্রা শুরু হয়। এটি বাস্তবায়নকালে প্রকল্প সংশোধন করে ১৯৬২ সালে ১২১৪ হেক্টর জমিতে ৫ বছর মেয়াদী পুনঃপ্রকল্প গ্রহণ করা হয় এবং বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশনের নিকট হস্তান্তর করা হয়। এ প্রকল্পের সাফল্যের প্রেক্ষিতে সরকার ১৯৬৫ সালে ৪২৫০ হেক্টর জমিতে ৫ বছর মেয়াদী আরেকটি প্রকল্প গ্রহণ করে। ১৯৬০-৭৩ সালে বিএফআইডিসি চট্টগ্রাম ও সিলেট জেলার ৬১১৬ হেক্টর জমিতে রাবার চাষের প্রকল্প গ্রহণের জন্য নির্ধারণ করে। কিন্তু ঐ সময়ে মাত্র ৪০৯ হেক্টর জমিতে রাবার বাগান করা সম্ভব হয় এবং প্রকল্প মেয়াদে মাত্র ১৬২ হেক্টর জমির বাগান রাবার চাষের উপযোগী হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭৪ সালে সরকার অধিকতর বিনিয়োগ বৃদ্ধি করে অবকাঠামোগত উন্নয়ন, গবেষণা ও প্রশিক্ষণ সুবিধার মাধ্যমে পুনঃরায় রাবার বাগান সৃজন করে উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করে। সরকার ১৯৮০-৮১ সাল থেকে ১৯৮৪-৮৫ সাল পর্যন্ত ২৮,৩২৮ হেক্টর অনুর্বর, পতিত, অন্যান্য খাদ্যশস্য ও ফসল উৎপাদনে অনুপযোগী জমিতে রাবার চাষের জন্য ৫ বছর মেয়াদি প্রকল্প গ্রহণ করে যার মধ্যে ১৬,১৮৭ হেক্টর জমি সরকারী, অবশিষ্ট জমি ব্যক্তি মালিকানাধীন। বিএফআইডিসির মালিকানাধীন রাবার বাগান রয়েছে ১৮টি। বিএফআইডিসি ১৯৮০-৮১ সাল হতে উচ্চ ফলনশীল রাবার চারা রোপণ শুরু করে এবং ১৯৯৭ সালের মধ্যে চট্টগ্রাম, সিলেট ও মধুপুরের ১৩,২০৭ হেক্টর জমিতে ১৬টি রাবার বাগান সৃজন করে। তার মধ্যে ৮% চারা মালয়েশিয়া হতে আনীত প্রিম ৬০০ এবং পিবি ২৩৫ ক্লোন হতে লাগানো হয়। প্রতিটি ক্লোন হতে উৎপন্ন চারা হতে বছরে তিন কেজি করে রাবার উৎপন্ন হয়। বর্তমানে বিএফআইডিসির ১৮ টি বাগানে ৩,৮৬,০০০ টি রাবার গাছের মধ্যে ২ লক্ষাধিক গাছ উৎপাদনশীল। বিএফআইডিসি তাদের উৎপাদিত রাবার নিলামে বিক্রি করে। ২০০৮-০৯ সালে ১,১১,৬০০ মেট্রিক টন রাবার থেকে ২৫৫০ লক্ষ টাকা আয় হয়। একই বছরে প্রাইভেট সেক্টরে ৫৫০০ মেট্রিক টন রাবার উৎপন্ন হয়। রাবার উৎপাদন এবং বিপণনে বিএফআইডিসি ছাড়া বাংলাদেশ পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের আওতায় ১১টি রাবার বাগান রয়েছে। এছাড়া ইতোমধ্যে বান্দরবানের ৩২,৫৫০ একর জমি ১৩০২ জন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ইজারা দেওয়া হয়েছে (জন প্রতি ২৫ একর করে)। বিভাগীয় কমিশনারের সভাপতিত্বে ১৮ সদস্যের স্ট্যান্ডিং কমিটি কর্তৃক প্রকৃত রাবার চাষীদের মধ্যে উক্ত জমি লীজ দেওয়া হয়েছিল। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড ৩,৩০০ একর জমিতে রাবার বাগান করেছে। এছাড়া বহুজাতিক কোম্পানি, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তারা ২০,৮০০ একর জমিতে রাবার চাষ করেছে।

বাংলাদেশ রাবার বোর্ড এর পরিচিতি

বাংলাদেশ রাবার বোর্ড আইন, ২০১৩ (২০১৩ সালের ১৯নং আইন) অনুযায়ী ২০১৩ সালের ৫ মে বাংলাদেশ রাবার বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের নিজস্ব কোন জনবল না থাকায় বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের দাপ্তরিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে ২০১৯ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন (BFIDC) কে দায়িত্ব অর্পন করা হয়। পরবর্তীতে পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের একজন অতিরিক্ত সচিবকে বোর্ডের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করা হয় এবং ২০১৯ সালের এপ্রিল হতে আগষ্ট পর্যন্ত বোর্ডের "সচিব" হিসেবে একজন নিয়মিত কর্মকর্তা দায়িত্ব পালন করেন। প্রাকৃতিক রাবার চাষ ও রাবার শিল্পের বিকাশে ও সার্বিক উন্নয়নের জন্য যথাযথ পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ, উৎপাদিত রাবারের গুনগত মানোন্নয়ন, বিদেশে রপ্তানির ক্ষেত্রে বাগান মালিক/চাষীদের সহযোগিতা প্রদান, সর্বোপরি রাবার চাষ সম্প্রসারণের মাধ্যমে দেশের পরিত্যক্ত পতিত জমি, পাহাড় সবুজায়নের মাধ্যমে একটি পরিবেশ বান্ধব ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবেলায় সক্ষম পরিস্থিতি তৈরির লক্ষ্যে সহযোগী সংস্থা হিসেবে বাংলাদেশ রাবার বোর্ড কাজ করে যাচ্ছে। টেকসই রাবার চাষ এবং রাবার সংশ্লিষ্ট শিল্পের উন্নয়নের লক্ষ্যে ব্যক্তি উদ্যোক্তাদের বৈজ্ঞানিক, কারিগরি এবং অর্থনৈতিকসহ সকল সরকারি সহায়তা সহজলভ্য করার অঙ্গীকারে বাংলাদেশ রাবার বোর্ড কাজ করছে।

মাত্র তিন বছর আগে বাংলাদেশ রাবার বোর্ড একটি নতুন স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করেছে। বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের নিজস্ব কোন স্থায়ী অফিস না থাকায় অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের কার্যক্রম পরিচালনার নিমিত্ত গত সেপ্টেম্বর' ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ মাসে বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের প্রধান কার্যালয়, বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন, চান্দগাঁও, চট্টগ্রামের রেস্ট হাউজের নিচতলা হতে বাংলাদেশ বন গবেষণাগারের পশ্চিম পাহাড়ের ই-১১ বাংলোয় স্থানান্তর করা হয়। আরো উল্লেখ্য, বোর্ডের নিজস্ব কোন জনবল না থাকায় বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের প্রধান কার্যালয়ের অস্থায়ী অফিসটি (বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন, চান্দগাঁও, চট্টগ্রামের রেস্ট হাউজের নিচতলায় স্থাপিত) বেশিরভাগ সময়ই বন্ধ থাকত। এছাড়াও চট্টগ্রামের চান্দগাঁও এলাকাটি শহরের নিম্নাঞ্চল হওয়ায় ও খাল ভরাট হয়ে যাওয়ায় প্রতিদিনের জোয়ারের পানি এবং বর্ষা মৌসুমের ভারী বর্ষণের ফলে সৃষ্ট জলাবদ্ধতার কারণে অফিস এবং অফিসের আসবাবপত্র প্রায়ই এক ফুটেরও বেশি পানিতে নিমজ্জিত থাকায় অফিস এবং অফিসের অধিকাংশ আসবাবপত্র ও অন্যান্য সামগ্রী নষ্ট হয়ে যায়। এ কারণে মার্চ/২০১৯ মাসে সচিব পদে পদায়নের পর অফিসের দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনার স্বার্থে বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের অফিস বাংলাদেশ বন

গবেষণাগারের ক্যাম্পাসে স্থানান্তরের আবশ্যকতা দেখা দেয়। বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের নিজস্ব কোন ভবন/জমি/স্থাপনা নাই। দাপ্তরিক কাজ-কর্ম পরিচালনার জন্য বাংলাদেশ বন গবেষণা ইন্সটিটিউট এর চারটি পরিত্যক্ত ভবন বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের অনুকূলে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে; তম্মধ্যে প্রাথমিকভাবে একটি ভবন মেরামত করে রাবার বোর্ডের অনুকূলে হস্তান্তর করা হয়েছে এবং বোর্ডের অত্যাবশ্যকীয় দৈনন্দিন রুটিন কার্যক্রম এ ভবন থেকে পরিচালিত হচ্ছে। বর্তমানে বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের সাতজন কর্মকর্তা প্রেষণে বোর্ডের চেয়ারম্যান, উপপরিচালক ও সহকারী পরিচালক হিসেবে কর্মরত আছেন। ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর ৩২ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষে গত ০২ মে, ২০২৩ খ্রি. তারিখ যোগদান করেছেন। এছাড়া ১ম শ্রেণীর ০৫জন সহকারী পরিচালক ও ০১জন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা গত ২১ আগস্ট, ২০২৩ খ্রি. তারিখ বাংলাদেশ রাবার বোর্ড, প্রধান কার্যালয়ে যোগদান করেছেন। আউটসোর্সিং পদ্ধতিতে ইলেক্ট্রিশিয়ান, পরিচ্ছন্নতা কর্মী, বাবুর্চি, নিরাপত্তা প্রহরী ও ডেস্পাচ রাইডার পদে ০৯ (নয়) জন কর্মচারী নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের ভিশন

স্বয়ংসম্পূর্ণ টেকসই রাবার শিল্প প্রতিষ্ঠা ও পরিবেশ উন্নয়ন।

বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের মিশন

১। প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা অর্জন;
২। টেকসই আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর রাবার চাষ এবং রাবার শিল্পের বিকাশ;
৩। উৎপাদন, বিপণন, রপ্তানি ও উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ
৪। আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্রতা নিরসন।

বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের পরিচালনা পর্ষদ

সরকার কর্তৃক নিয়োজিত অন্যূন অতিরিক্ত সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা/নির্ধারিত শর্ত সাপেক্ষে মনোনিত ব্যক্তি বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং সকল বিভাগের অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) সহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার প্রতিনিধির সমন্বয়ে রাবার বোর্ড এর ২০(বিশ) সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিচালনা পর্ষদ রয়েছে।

পরিচালনা পর্ষদের গঠন

বাংলাদেশ রাবার বোর্ড নিম্নবর্ণিত সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত

- ❖ সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অতিরিক্ত সচিব পদমর্যাদার একজন চেয়ারম্যান
- ❖ সকল বিভাগের অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব)
- ❖ উপ-সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
- ❖ উপ-সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়
- ❖ উপ-সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
- ❖ বন সংরক্ষক কর্মকর্তা, বন অধিদপ্তর
- ❖ পরিচালক, বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন
- ❖ পরিচালক, বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট
- ❖ প্রতিনিধি, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড
- ❖ প্রতিনিধি, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ/জেলা পরিষদ বা অন্যান্য পরিষদ
- ❖ সভাপতি/প্রতিনিধি, বাংলাদেশ রাবার বাগান মালিক সমিতি
- ❖ সভাপতি/প্রতিনিধি, বাংলাদেশ রাবার শিল্প মালিক সমিতি
- ❖ রাবার উৎপাদনকারী চা বাগানের একজন মালিক

বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের সাংগঠনিক কাঠামো

বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের কার্যাবলি

- রাবার চাষ ও রাবার শিল্প সংক্রান্ত নীতিমালা ও পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়নে সরকারকে সুপারিশ, পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান;
- রাবার চাষ ও রাবার শিল্প স্থাপনে ব্যক্তি উদ্যোক্তাগণকে বৈজ্ঞানিক, প্রযুক্তিগত, কারিগরী ও অর্থনৈতিক সহায়তা প্রদান;
- সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় বা বিভাগের সহযোগিতায় রাবার চাষ উপযোগী জমি চিহ্নিতকরণ;
- রাবার চাষে আগ্রহী উপযুক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বাছাই এবং উক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে জমি ইজারা বা বরাদ্দ প্রদানের নিমিত্ত সরকারের নিকট সুপারিশ প্রেরণ;
- ইজারা বা বরাদ্দ চুক্তির শর্ত ভঙ্গকারীর বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণে সরকারকে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রেরণ;
- রাবার বাগান সৃজনে মালিক বা ক্ষেত্রমত বরাদ্দ গ্রহীতাগণকে উদ্বুদ্ধকরণ;
- রাবার বাগান সৃজন এবং রাবার শিল্প স্থাপন ও বিকাশে মালিক বা ক্ষেত্রমত বরাদ্দ গ্রহীতাগণকে ঋণ ও বীমা সুবিধা প্রাপ্তিতে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান;
- রাবার বাগানের মালিক বা ক্ষেত্রমত বরাদ্দ গ্রহীতাগণকে বৈজ্ঞানিক, কারিগরি ও আর্থিক সহায়তা প্রদান;
- উৎপাদিত রাবার বিপণন ও রপ্তানীর জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান;
- রাবার বাগানের জমির অনুপযুক্ত অংশে (৩৫ ডিগ্রী ঢালের উপরে অথবা জলাবদ্ধ অংশে) ফলজ, বনজ বা ঔষধি বৃক্ষসহ অন্যান্য সহায়ক অর্থকরী ফসল উৎপাদনে প্রযুক্তিগত ও অর্থনৈতিক সহায়তা প্রদান;
- রাবার বাগানের মালিক, শ্রমিক ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- রাবার বাগান ও রাবার শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট শ্রমিক ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা ও পুনর্বাসন কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান;
- রাবার চাষ ও রাবার শিল্পের উপর গবেষণা কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান;
- রাবার চাষ ও রাবার শিল্প উন্নয়নের লক্ষ্যে রাবার গবেষণা ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ;
- রাবার চাষ ও রাবার শিল্প সংক্রান্ত যে কোন বিষয়ে ডাটাবেস তৈরী ও হালনাগাদকরণ;
- ক্ষতিকারক কৃত্রিম রাবার সামগ্রীর উৎপাদন, আমদানী, বিপণন ও ব্যবহার নিরুৎসাহিত করার লক্ষ্যে সরকারকে পরামর্শ প্রদান;
- রাবার চাষ ও রাবার শিল্পের সার্বিক অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ ও পরিবীক্ষণ; এবং
- জীবনচক্র হারানো রাবার কাঠ আহরণ, প্রক্রিয়াজতকরণ ও বিপণনে সহায়তা প্রদান।

বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের অর্জন/সাফল্য:

- বাংলাদেশে প্রাকৃতিক রাবার শিল্পের টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে অন্যান্য রাবার উৎপাদনকারী দেশসমূহের সাথে সহযোগিতা জোরদার করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ রাবার বোর্ড গত অক্টোবর, ২০১৭ সালে Association of Natural Rubber Producing Countries (ANRPC) এর সদস্য পদ গ্রহণ করেছে। এছাড়া বাংলাদেশ রাবার বোর্ড International Rubber Research and Development Board (IRRDB) এর সদস্যপদ ও গ্রহণ করেছে।
- IRRDB এর সদস্য রাষ্ট্রসমূহ কর্তৃক স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক (MoU) "The Multilateral Clone Exchange among IRRDB Member Countries" অনুযায়ী বাংলাদেশ রাবার বোর্ড ভারত ও মালয়েশিয়া হতে উচ্চফলনশীল রাবার ক্লোন আমদানির উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। রাবার ক্লোন আমদানির জন্য সংশ্লিষ্ট দফতর হতে আমদানি পারমিট গ্রহণ করার জন্য বাংলাদেশ হাই কমিশনের মাধ্যমে ভারতের বানিজ্য মন্ত্রণালয়ে যোগাযোগের ভিত্তিতে চেয়ারম্যান, রাবার বোর্ড, ভারত বাংলাদেশ সফর করার আগ্রহ ব্যক্ত করেন। তৎপ্রেক্ষিতে, বাংলাদেশের রাবার বাগান সমূহ এবং সংশ্লিষ্ট এলাকা দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে ১৩ এপ্রিল, ২০২৩ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের সাথে ইতোমধ্যে মালয়েশিয়ান হাইকমিশনের সাথে যোগাযোগের ভিত্তিতে মালয়েশিয়া বাংলাদেশের রাবার খাতে যৌথ বিনিয়োগের আগ্রহ প্রকাশ করেছে। এ ব্যাপারে MoU স্বাক্ষরের লক্ষ্যে আইন মন্ত্রণালয়, প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়,অর্থ মন্ত্রণালয় এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগেরঅনুমোদন লাভ করেছে। অনুমোদিত MoUএর কপি মালয়েশিয়াস্থ বাংলাদেশ হাইকমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। হাইকমিশন হতে মালয়েশিয়ার সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখা হচ্ছে। সম্মতি পাওয়ার পর MoU স্বাক্ষর করা হবে।
- বর্তমানে প্রায় ১লক্ষ ৪০ হাজার একর জমিতে রাবার বাগান রয়েছে। এ সমস্ত বাগানে বিরাজিত সমস্যা দূর করার জন্য রাবার বোর্ড কাজ করে যাচ্ছে। রাবার চাষ পদ্ধতি আধুনিকায়নের লক্ষ্যে এ যাবত ৬০ জন বাগান মালিক, ২৮ জন ম্যানেজার এবং ৩৩৩ জন টেপারকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। রাবার বাগান মালিক ও টেপারদের প্রশিক্ষণ চলমান রয়েছে। এছাড়া সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডার, রাবার বাগান মালিক ও চাষে নিয়োজিত শ্রমিকদের সাথে মতবিনিময় সভার মাধ্যমে সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করছে। রাবার চাষ উপযোগী ৭,১২৩ একর জমি চিহ্নিত করা হয়েছে।
- প্রতি হেক্টর রাবার বাগান (যেখানে প্রায় ৪১৫ টি উৎপাদনশীল রাবার গাছ রয়েছে) বায়ুমন্ডল থেকে বার্ষিক ৩৩.২৫ টন কার্বন ডাই-অক্সাইড শোষণ করে যা পরিবেশের উষ্ণতা রোধে ও পরিবেশ রক্ষায় অতি গুরুত্বপূর্ণ। এ সমস্ত বাগানে বিরাজিত সমস্যা দূর করার জন্য রাবার বোর্ড কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়া রাবার উৎপাদন পদ্ধতি আধুনিকায়নের লক্ষ্যেও রাবার বোর্ড কাজ করছে। তাতে আশা করা যায় যে, কাঁচা রাবার উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। পরিবেশবান্ধব রাবার শিল্পের বিকাশে বাংলাদেশ রাবার বোর্ড প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।
- বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের উদ্যোগে খাগড়াছড়ি ক্ষুদ্র রাবার চাষীদের সাথে মতবিনিময় সভার মাধ্যমে উদ্বুদ্ধ করে রাবার চাষের বিভিন্ন সমস্যা নিরসনের উদ্দেশ্যে খাগড়াছড়ি রাবার বাগান মালিক সমবায় সমিতি লিমিটেড প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে উন্নয়নের একই প্লাটফরমে নিয়ে আসা হয়েছে।
- জিও ডাটাবেজ তৈরির জন্য উদ্যোগ নিয়ে ইতোমধ্যে বান্দরবানের লামা উপজেলাধীন একটি মৌজায় জিও ডাটাবেজের প্রণয়ন সম্পন্ন হয়েছে। বাংলাদেশ রাবার বোর্ড বিগত ২৯/১১/২০২১ খ্রিস্টাব্দ তারিখে জুম অ্যাপস এর মাধ্যম IRRDB-র উদ্যোগে "Good Agricultural Practices to Improve Small Holders Productivity and Quality of Life" বিষয়ের উপরে ওয়েবিনারে মূল পেপার উপস্থাপন করেছে।
- বাংলাদেশ রাবার বোর্ড কর্তৃক গত সেপ্টেম্বরে ১ম প্রাকৃতিক রাবার ও রাবারভিত্তিক শিল্পপণ্য মেলা-২০২২ এর আয়োজন করা হয়। মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মো: শাহাব উদ্দিন এম.পি ও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপ-মন্ত্রী বেগম হাবিবুন নাহার এম.পি। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন জনাব মো: শহিদুল ইসলাম, চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন ও জনাব মো: আশরাফ উদ্দিন, বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম। মেলার সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব গোলাম দস্তগীর গাজী, বীর প্রতীক, এম.পি।

বাংলাদেশ রাবার বোর্ড কর্তৃক ২০২২-২৩ অর্থবছরের জন্য রাবার বাগানের মালিক, শ্রমিকদের রাবার চাষ বিষয়ে প্রশিক্ষণ এবং বাংলাদেশ রাবার বোর্ডে কর্মরত কর্মচারীদের ইনহাউস প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে বছর ব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। **"প্রশিক্ষণ বর্ষপঞ্জি"** নিম্নে দেওয়া হলোঃ

প্রশিক্ষণ বর্ষপঞ্জি

ক্রম	কোর্সের নাম	মেয়াদ	প্রশিক্ষণার্থীর ধরণ	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
১।	শ্রমিক কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ	২৩-২৫ আগস্ট ২০২২ (২দিন)	রাবার বাগানের টেপার	৫০ জন
২।	সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ক	২১ সেপ্টেম্বর ২০২২ (১ দিন)	রাবার বোর্ডের কর্মকর্তা-কর্মচারী	১৫ জন
৩।	ইনহাউস প্রশিক্ষণ	২৯ সেপ্টেম্বর ২০২২ (১ দিন)	রাবার বোর্ডের কর্মচারী	১৪ জন
৪।	নৈতিকতা কমিটির সভা	২৯ সেপ্টেম্বর ২০২২ (১ দিন)	রাবার বোর্ডের কর্মচারী	১৫ জন
৫।	অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত	১০ অক্টোবর ২০২২ (১ দিন)	রাবার বোর্ডের কর্মকর্তা-কর্মচারী	১৫ জন
৬।	আধুনিক পদ্ধতিতে উন্নতমানের রাবার চাষ বিষয়ে প্রশিক্ষণ	১১-১৩ অক্টোবর ২০২২ (৩ দিন)	রাবার বাগান মালিক	১৫ জন
৭।	টেপিং প্রশিক্ষণ	১৬-১৭ নভেম্বর ২০২২ (২ দিন)	রাবার বাগানের টেপার	৫০ জন
৮।	সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ক	২৯ নভেম্বর ২০২২ (১ দিন)	রাবার বোর্ডের কর্মকর্তা-কর্মচারী	১৫ জন
৯।	ই-গভর্নেন্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ	০৭ ডিসেম্বর ২০২২ (১ দিন)	রাবার বোর্ডের কর্মকর্তা-কর্মচারী	৮ জন
১০।	ইনহাউস প্রশিক্ষণ	০৭ ডিসেম্বর ২০২২ (১ দিন)	রাবার বোর্ডের কর্মচারী	১৪ জন
১১।	নৈতিকতা কমিটির সভা	১২ ডিসেম্বর ২০২২ (১ দিন)	রাবার বোর্ডের কর্মচারী	১৫ জন
১২।	ইনহাউস প্রশিক্ষণ	১২ ডিসেম্বর ২০২২ (১ দিন)	রাবার বোর্ডের কর্মচারী	১৪ জন
১৩।	শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	১২ ডিসেম্বর ২০২২ (১ দিন)	রাবার বোর্ডের কর্মকর্তা-কর্মচারী	১৫ জন
১৪।	ইনহাউস প্রশিক্ষণ	১৯ ডিসেম্বর ২০২২ (১ দিন)	রাবার বোর্ডের কর্মচারী	১৪ জন
১৫।	তথ্য অধিকার বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১৯ ডিসেম্বর ২০২২ (১ দিন)	রাবার বোর্ডের কর্মকর্তা-কর্মচারী	১৫ জন
১৬।	অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত	২৭ ডিসেম্বর ২০২২ (১ দিন)	রাবার বোর্ডের কর্মকর্তা-কর্মচারী	১৫ জন
১৭।	ইনহাউস প্রশিক্ষণ	২৮-২৯ ডিসেম্বর ২০২২ (২ দিন)	রাবার বোর্ডের কর্মচারী	১৪ জন

ক্রম	কোর্সের নাম	মেয়াদ	প্রশিক্ষণার্থীর ধরণ	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
১।	শ্রমিক কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ	২৩-২৫ আগস্ট ২০২২ (২দিন)	রাবার বাগানের টেপার	৫০ জন
২।	সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ক	২১ সেপ্টেম্বর ২০২২ (১ দিন)	রাবার বোর্ডের কর্মকর্তা-কর্মচারী	১৫ জন
৩।	ইনহাউস প্রশিক্ষণ	২৯ সেপ্টেম্বর ২০২২ (১ দিন)	রাবার বোর্ডের কর্মচারী	১৪ জন
১৮।	আধুনিক পদ্ধতিতে উন্নতমানের রাবার চাষ বিষয়ে প্রশিক্ষণ	০৯-১১ জানুয়ারী ২০২৩ (৩ দিন)	রাবার বাগান মালিক	
১৯।	অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত	১৯ জানুয়ারী ২০২৩ (১ দিন)	রাবার বোর্ডের কর্মকর্তা-কর্মচারী	১৫ জন
২০।	নৈতিকতা কমিটির সভা	২৪ জানুয়ারী ২০২৩ (১ দিন)	রাবার বোর্ডের কর্মচারী	১৫ জন
২১।	শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	২৪ জানুয়ারী ২০২৩ (১ দিন)	রাবার বোর্ডের কর্মকর্তা-কর্মচারী	১৫ জন
২২।	টেপিং প্রশিক্ষণ	২৫-২৬ জানুয়ারী ২০২৩ (২ দিন)	রাবার বাগানের টেপার	৫০ জন
২৩।	টেপিং প্রশিক্ষণ	২৪-২৫ মার্চ ২০২৩ (২ দিন)	রাবার বাগানের টেপার	৫০ জন
২৪	সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ক	২৯ মার্চ ২০২৩ (১ দিন)	রাবার বোর্ডের কর্মকর্তা-কর্মচারী	১৫ জন
২৫।	তথ্য অধিকার বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৩০ মার্চ ২০২৩ (১ দিন)	রাবার বোর্ডের কর্মকর্তা-কর্মচারী	১৫ জন
২৬।	ই-গভর্নেন্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ	০২ মে ২০২৩ (১ দিন)	রাবার বোর্ডের কর্মকর্তা-কর্মচারী	৮ জন
২৭।	অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত	০৩ মে ২০২৩ (১ দিন)	রাবার বোর্ডের কর্মকর্তা-কর্মচারী	১৫ জন
২৮।	তথ্য অধিকার বিষয়ক প্রশিক্ষণ	০৯ মে ২০২৩ (১ দিন)	রাবার বোর্ডের কর্মকর্তা-কর্মচারী	১৫ জন
২৯।	টেপিং প্রশিক্ষণ	২৪-২৫ মে ২০২৩ (২ দিন)	রাবার বাগানের টেপার	৫০ জন

চ্যালেঞ্জ:

বাংলাদেশ রাবার বোর্ড অর্পিত দায়িত্বসমূহ পালনে অঙ্গীকারাবদ্ধ। অর্পিত দায়িত্বপালন ও লক্ষ্য অর্জনে কিছু চ্যালেঞ্জ/প্রতিবন্ধকতা পরিলক্ষিত হচ্ছে যা' নিম্নে উল্লেখ করা হলঃ

- নিজস্ব কোন ভবন/অবকাঠমো বা জমি না থাকা;
- রাবার উৎপাদন ও ব্যবহার সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত, মানব সম্পদ উন্নয়নের আধুনিক উপকরণ ও গবেষণাগারের অভাব;
- প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র রাবার চাষিদের সহায়তার জন্য প্রণোদনার এবং নিরাপত্তার অভাব;
- আমদানিকৃত রাবারের আমদানি শুল্ক ৫% হওয়া;
- অভ্যন্তরীন রাবারের উপরে ১৫% ভ্যাট আরোপ করা;

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা :

- ❖ প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং রাবার শিল্প সম্পর্কিত তথ্য- উপাত্ত সম্বলিত তথ্য ভান্ডার প্রস্তুত;
- ❖ স্মার্ট রাবার বাগান বিনির্মানে জেলা ভিত্তিক ডাটাবেজ প্রস্তুত করা;
- ❖ রাবার গাছের মাধ্যমে কার্বন সংরক্ষণের পরিমাণ নির্ধারণ করে বৈশ্বিক সহযোগিতার জন্য উদ্যোগ নেওয়া।
- ❖ রাবার চাষ ও রাবার ভিত্তিক শিল্পের প্রসারের মাধ্যমে আর্থ সামাজিক উন্নয়ন ও নারীর ক্ষমতায়ন করা।
- ❖ প্রাকৃতিক রাবারের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং কাঁচা রাবার রফতানির উদ্যোগ গ্রহণ।
- ❖ রাবার বাগান সম্প্রসারণের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তন জনিত ঝুঁকি মোকাবেলায় সক্ষমতা তৈরীকরণ;

২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রধান অর্জনসমূহঃ

➢ ১ম প্রাকৃতিক রাবার ও রাবার ভিত্তিক শিল্পপণ্য নিয়ে রাবার মেলার আয়োজন

বাংলাদেশ রাবার বোর্ড কর্তৃক ১ম বারের মতো প্রাকৃতিক রাবার ও রাবার ভিত্তিক শিল্পপণ্য নিয়ে রাবার মেলা-২০২২ এর আয়োজন করা হয়। মেলায় দেশের বিভিন্ন রাবার ভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে। ০৭ (সাত) দিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত মেলায় ০৪টি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। মেলা উদ্বোধন করেন জনাব মো: শাহাব উদ্দিন এম.পি, মাননীয় মন্ত্রী, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বেগম হাবিবুন নাহার এম.পি, মাননীয় উপ-মন্ত্রী, পরিবেশ, নব ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন জনাব মো: শহিদুল ইসলাম, চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন ও জনাব মো: আশরাফ উদ্দিন, বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম

প্রাকৃতিক রাবার ও রাবার ভিত্তিক শিল্পপণ্য নিয়ে রাবার মেলা-২০২২ এর ২য় দিন "প্রাকৃতিক রাবার ও রাবার ভিত্তিক শিল্পপণ্য ও এর গুণগত মান" শীর্ষক ১ম সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে প্রধান অতিথি ও মূখ্য আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মো: রেজাউল করিম চৌধুরী, মেয়র, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন, চট্টগ্রাম। আলোচক ছিলেন জনাব মো: মোকছেদুর রহমান, অবসরপ্রাপ্ত যুগ্মসচিব ও জেনারেল ম্যানেজার (রাবার) বিএফআইডিসি।

রাবার চাষ:আন্তজার্তিক প্রেক্ষিত ও বাংলাদেশ শীর্ষক ২য় সেমিনার মেলার তৃতীয় দিন অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে মূখ্য আলোচক ও প্রধান অতিথি হিসেবে ভার্চুয়ালী যুক্ত ছিলেন ড. ফারহিনা আহমেদ, সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়। আলোচক হিসেবে ছিলেন ড. প্রকাশ কান্তি চৌধুরী, অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব), চট্টগ্রাম। মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন ড, আমিন উদ্দিন মৃধা, অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রাকৃতিক রাবার ও রাবার ভিত্তিক শিল্পপণ্য নিয়ে রাবার মেলা-২০২২ এর ৪র্থ দিন বাংলাদেশে রাবার চাষঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা শীর্ষক ৩য় সেমিনারে মূখ্য আলোচক ও প্রধান অথিতি ছিলেন জনাব মো: মুসলিম চৌধুরী, মূখ্য হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়। এছাড়া আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. নাজনীন কাউসার চৌধুরী, নির্বাহী পরিচালক, বিমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রন কর্তৃপক্ষ।

মেলায় টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে রাবার চাষের ভূমিকা" শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে ও মূখ্য আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব জুয়েনা আজিজ, মূখ্য সমন্বয়ক (এসডিজি), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়। আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মো: মিজানুর রহমান এনডিসি, অতিরিক্ত সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ও জনাব মো: মনিরুল ইসলাম, যুগ্মসচিব (এসডিজি বিষয়ক), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।

১ম প্রাকৃতিক রাবার ও রাবারভিত্তিক শিল্পপণ্য মেলা-২০২২ এর সমাপণী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব গোলাম দস্তগীর গাজী, বীর প্রতীক, এম.পি।

➢ <u>৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর ৩৪টি শূন্যপদের জনবল নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন করা</u>

বাংলাদেশ রাবার বোর্ড এর ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর ৩৪টি শূন্যপদে নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষে গত ০২ মে, ২০২৩ খ্রি. তারিখ ৩২জন কর্মচারী যোগদান করেছেন।

➢ <u>১ম শ্রেণীর ১৫টি শূন্যপদের লিখিত পরীক্ষা সম্পন্ন করা</u>

বাংলাদেশ রাবার বোর্ড এর ১ম শ্রেণীর ১৫টি শূন্যপদের লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা শেষে ০৬জন সহকারী পরিচালক ও ০১জন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা নিয়োগের নিমিত্ত সুপারিশ প্রাপ্ত হয়েছেন।

২০২৩-২৪ অর্থবছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহঃ

- ❖ প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা এবং বাংলাদেশ রাবার শিল্প সম্পর্কিত তথ্য- উপাত্তসম্বলিত তথ্য ভান্ডার
- ❖ স্মার্ট রাবার বাগান ধারণার প্রয়োগ; জেলা ভিত্তিক ডাটাবেজ প্রণয়ন
- ❖ ক্লোন আমদানি, প্রযুক্তি সহায়তা ও মানবসম্পদ উন্নয়নে MoU সম্পাদনের জন্য চূড়ান্ত পর্যায়ে আছে
- ❖ রাবার ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রাথমিক পর্যায়ে নিম্নোক্ত চারটি পাইলট প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে:

  ক) Determining the Status of Diseases of Natural Rubber (Hevea brasiliensis)
  খ) Socio-economic impact of rubber plantation in a specific area of chittagong hill tracts or any other area of Chattogram District
  গ) Measuring the Environmental Impact of Rubber Factory in Water and Soil Pollution Health Hazards for Local People in Kanchannagar Rubber Garden Area or any Other area
  ঘ) Measuring carbon stock and climate change mitigation by rubber plantation in the Chittagogn Hill Tracts area

- ❖ রাবার গাছের মাধ্যমে কার্বন সংরক্ষণের পরিমাণ নির্ণয় এবং কার্বন ট্রেডিং এন্ড এনভায়রনমেন্টাল ফান্ড থেকে ক্ষতিপূরণ আদায়
- ❖ বৈদেশিক বিনিয়োগ আকৃষ্ট করা এবং বহুজাতিক সহযোগিতা প্রাপ্তি
- ❖ রাবার চাষ সম্প্রসারণ
- ❖ রাবার ভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনে উদ্বুদ্ধকরণ
- ❖ কাঁচা রাবার রফতানির ব্যবস্থা গ্রহণ করা
- ❖ আয়ুষ্কাল সম্পন্ন রাবার গাছ অপসারণ করে নতুন বাগান সৃজনের উদ্যোগ গ্রহন
- ❖ নতুন রাবার বাগান সৃজন

অভিভাবন/সুপারিশ:

রাবারকে কৃষি পণ্য হিসেবে ঘোষণা: দেশের উৎপাদিত রাবার বিক্রির ক্ষেত্রে ১৫% মূল্য সংযোজন কর (মূসক), ৫% আয়কর এবং ৪% সেবা চার্জ আরোপ করায় দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদিত রাবার বিক্রি আশঙ্কাজনক হারে হ্রাস পেয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশ রাবার আমদানির ক্ষেত্রে মাত্র ৫% শুল্ক ধার্য থাকায় বেসরকারি পর্যায়ে রাবার ব্যবহারকারীগণ দেশীয় রাবার আন্তর্জাতিক মানের হওয়া সত্ত্বেও তা ক্রয় না করে আমদানিকৃত রাবার ব্যবহারে উৎসাহী হচ্ছেন। এর ফলে দেশীয় রাবার চাষীরা ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। রাবারকে ১০০% কৃষিপণ্য হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা হলে কৃষিপণ্য হিসেবে ঘোষিত বর্তমান প্রযোজ্য আয়কর আমদানি ও রপ্তানি, বিনিয়োগ এবং ঋণ সুবিধা লাভ করবে। প্রাকৃতিক রাবারের চাষ একটি বিকাশমান শ্রমঘন কৃষিপণ্য হিসেবে দেশের প্রত্যন্ত পাহাড়ী অঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টির পাশাপাশি তাদের আর্থসামাজিক অবস্থা ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে অনন্য ভূমিকা রাখছে। এহেন বিকাশমান শ্রমঘন রাবার চাষের বিকাশে সরকারের যথোপযুক্ত সহযোগিতা প্রদান করা গেলে দেশের চাহিদা মিটিয়ে প্রাকৃতিক রাবার রপ্তানি করে প্রতি বছর হাজার হাজার কোটি টাকা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের সুযোগ রয়েছে। রাবারকে কৃষি পণ্য হিসেবে ঘোষণার করা হলে বাংলাদেশের রাবার খাত এগিয়ে যাবে।

বাংলাদেশ রাবার বোর্ড এর নিজস্ব ভবন: বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের দৈনন্দিন দাপ্তরিক কার্যক্রম সম্পাদনের লক্ষ্যে পরিচালনার জন্য গত ১৮/০৭/২০২২ তারিখ নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়ের স্মারক নম্বর-২৫.৩৬.১৫০০.২৪২.১৮.২১.২২/৯১৮ অনুযায়ী বাংলাদেশ রাবার বোর্ডকে অফিস ব্যবহার উপযোগী সরকারি সংরক্ষিত পরিত্যক্ত তিনটি বাড়ির তথ্য নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, গণপূর্ত রক্ষণাবেক্ষণ বিভাগ, ৩৫, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম হতে পাওয়া গিয়েছে। এ প্রেক্ষিতে, গত ৩১/০৭/২০২২ তারিখ বাংলাদেশ রাবার বোর্ড বিআরবি/চট্টগ্রাম-৯/২০১৩-১৪-৩৪৭ নম্বর স্মারকমূলে ব্যবহার উপযোগী সরকারি পরিত্যক্ত বাড়ি নং-"১৬, কে. বি. ফজলুল কাদের রোড, চট্টগ্রাম" গেজেট নং, পৃষ্ঠা নং ও গেজেটের ক্রমিক নং যথাক্রমে ৯৬৭(১০২)/৮৯, ঠিকানা- পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম, জমির পরিমাণ-৪০.২০ শতাংশ বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের অনুকূলে বরাদ্দ প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম ও সভাপতি, পরিত্যক্ত সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা বোর্ড, বিভাগীয় কমিশনার কার্যালয়, চট্টগ্রাম কে অনুরোধ করে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। বিভাগীয় কমিশনার অফিস হতে বাড়িটি বাংলাদেশ রাবার বোর্ড এর অনুকূলে বরাদ্দের জন্য জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। কিন্তু অদ্যাবধি বাড়িটি বুঝিয়ে দেয়া হয়নি। উক্ত বাড়িটি বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের অনুকূলে জরুরীভিত্তিতে বরাদ্দ প্রদানের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

নিজস্ব জমি অর্জন: চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী উপজেলাধীন বিএস জরিপের জালালাবাদ মৌজার বিএস ১নং খাস খতিয়ানের বিএস ৭১৬নং দাগের পাহাড় শ্রেণীর ১৮.২০ একর এবং জংগল পাহাড়তলী মৌজার বিএস ১নং খাস খতিয়ানের বিএস ৭০৬ নং দাগের টিলা শ্রেনীর ২৬.৯০ ও বিএস ৭৫২ দাগের টিলা শ্রেনীর ২০.২১ একরসহ সর্বমোট ৬৫.৩১ একর জমি গবেষণাগার এবং রাবার চাষের জন্য উপযোগী হওয়ায় বাংলাদেশ রাবার বোর্ড এর অনুকূলে বরাদ্দের জন্য পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় কর্তৃক ভূমি মন্ত্রণালয়-কে অনুরোধ করা হয়। পরবর্তীতে ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম কে সরেজমিনে তদন্তপূর্বক ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ করা হলেও এ বিষয়ে অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত করা হয়নি। বাংলাদেশ রাবার বোর্ড এর অনুকূলে খাস জমি বরাদ্দ প্রদান এর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম বরাবর পুনরায় পত্র প্রেরণ ও মৌখিকভাবে অবহিত করা হয়। অদ্যাবধি কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

- ❖ *প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিঃ*

বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের অনুকূলে অনুমোদনকৃত ৭০ টি পদের বিপরীতে ২৩ টি পদ বর্তমানে শূন্য রয়েছে। দাপ্তরিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে শূন্যপদ পূরণের জন্য কিছু পদের নিয়োগ কার্যক্রম ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। ২য় শ্রেণীর ০১টি শূন্য পদের নিয়োগ কার্যক্রম চলমান। ১ম শ্রেণী ও ৩য়-৪র্থ শ্রেণীর ২২টি শূন্য পদের নিয়োগ কার্যক্রম শুরু করার জন্য সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়াও, বাংলাদেশ রাবার বোর্ড এর জন্য নিজস্ব জমি ও অবকাঠামোসহ গবেষণালব্ধ জ্ঞানের পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য ল্যাবরেটরী ও নিজস্ব বাগান থাকা প্রয়োজন, যা প্রাকৃতিক রাবার নিয়ে কার্যকর গবেষণা ও প্রশিক্ষণের দ্বার উন্মুক্ত করবে।

❖ *বাংলাদেশের রাবার শিল্প সম্পর্কিত তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহঃ*

বাংলাদেশের প্রাকৃতিক রাবার চাষ, উৎপাদন, ব্যবহার, আমদানি ও রফতানির প্রকৃত তথ্য সম্বলিত কোন ডাটাবেস নেই। বাংলাদেশ রাবার বোর্ড বাংলাদেশের প্রাকৃতিক রাবার সম্পর্কিত সকল তথ্য সম্বলিত একটি পূর্ণাঙ্গ ডাটাবেজ তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ লক্ষে ইতোমধ্যে বান্দরবান জেলার ফাসিয়াখালী মৌজায় ডাটাবেইজ তৈরির কাজ সম্পন্ন হয়েছে। অন্যান্য জেলার রাবার বাগানগুলো চিহ্নিত করার লক্ষ্যে ডাটাবেইজ তৈরির কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

❖ *বহুজাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধিঃ*

বাংলাদেশ ইতোমধ্যে রাবার সম্পর্কিত দু'টি আন্তর্জাতিক সংস্থা ANRPC ও IRRDB এর সদস্যপদ গ্রহণ করেছে। এর ফলে উক্ত সংস্থা দুটির সদস্য দেশসমূহের সাথে বাংলাদেশের সহযোগিতা ও সমন্বয়ের পথ প্রসারিত হবে। ফলে আন্তর্জাতিক মানের রাবার নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং বাংলাদেশের প্রকৃতির জন্য উপযুক্ত উচ্চ ফলনশীল রাবারের জাত অনুসন্ধান, সংগ্রহ ও চাষের মাধ্যমে দেশে প্রাকৃতিক রাবারের মোট উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব হবে।

❖ *প্রাকৃতিক রাবারের উৎপাদন বৃদ্ধিঃ*

বাংলাদেশ রাবার বোর্ড প্রাকৃতিক রাবারের উৎপাদন বৃদ্ধির পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। প্রাকৃতিক রাবার উৎপাদনে দেশ স্বয়ংসম্পূর্ণ হলে স্থানীয় চাহিদা পূরণের পাশাপাশি বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় করা সম্ভব হবে।

❖ *বন্য প্রাণী সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বৃদ্ধিঃ*

বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২ বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে সরকার বেশ কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় বান্দরবান জেলায় বন্য হাতির জন্য একটি অভয়াশ্রম ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু খাবারের অভাবে হাতি গুলো প্রায়ই লোকালয়ে এসে রাবার বাগানসহ অন্যান্য ফসলি জমির ক্ষতিসাধন করছে। এই সঙ্কট থেকে উত্তরণের জন্য বাংলাদেশ রাবার বোর্ড বন বিভাগের সাথে সমন্বয় করে প্রয়োজনীয় করণীয় নির্ধারণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

বাংলাদেশ রাবার বোর্ড এর তথ্যাবলী

(১) জনবল কাঠামো

ক) রাজস্ব

ক্রমিক নম্বর	পদের নাম	গ্রেড	জনবল কাঠামো অনুযায়ী পদ সংখ্যা	কর্মরত পদ	শূন্য পদ	মন্তব্য
১.	চেয়ারম্যান	২	১	১	-	
২.	পরিচালক (পরিকল্পনা, উন্নয়ন, গবেষণা ও প্রশিক্ষণ/অর্থ ও বিপণন)	৩	২	-	২	
৩.	সচিব	৪	১	-	১	
৪.	উপপরিচালক (প্রশিক্ষণ/পরিকল্পনা ও উন্নয়ন/প্রশাসন/বিপণন/হিসাব ও নিরীক্ষা)	৬	৫	৩	২	
৫.	উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	৬	১	-	১	
৬.	সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ/সেবা/ এমআইএস ও আইটি/আইন ও বোর্ড/প্লান্টেশন এন্ড প্রোডাকশন/ পরিকল্পনা ও উন্নয়ন/প্রশাসন/ মার্কেট প্রমোশন/হিসাব/নিরীক্ষা)	৯	১০	৫	৫	
৭.	সহকারী প্রোগ্রামার	৯	১	-	১	
৮.	বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	৯	৪	১	৩	নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষে ০১ জন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (ক্লোন ডেভেলপমেন্ড এন্ড ক্রপ ইমোপ্রভমেন্ট) যোগদান করেছেন।
৯.	একান্ত সচিব	১০	১	-	১	নিয়োগ কার্যক্রম চলমান।
১০.	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	১৪	১	১	-	৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর ৩৪টি শূন্যপদের মধ্যে নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষে ৩০জন কর্মচারী যোগদান করেছেন। তন্মধ্যে ০৪জন কর্মচারী অব্যাহতি নিয়ে চলে গেছেন।
১১.	ভান্ডার কর্মকর্তা	১৪	১	১	-	
১২.	কম্পিউটার অপারেটর	১৩	১	-	১	
১৩.	ল্যাবরেটরি এসিসট্যান্ট	১৫	২	২	-	
১৪.	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	১৬	১০	৬	৪	
১৫.	গাড়ীচালক	১৬	৭	৭	-	
১৬.	আমিন/সার্ভেয়ার	১৪	১	১	-	
১৭.	অফিস সহায়ক	২০	১২	১০	২	
	মোট:		৬১	৩৮	২৩	

খ) আউটসোর্সিং

ক্রমিক নম্বর	পদের নাম	জনবল কাঠামো অনুযায়ী পদ সংখ্যা	কর্মরত পদ	শূন্য পদ	মন্তব্য
১.	ইলেকট্রিশিয়ান	১	১	-	বর্তমানে মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে আরো ০৮টি পদ আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে পূরণের লক্ষ্যে দরপত্র আহবান করা হয়েছে। কার্যক্রম চলমান
২.	বাবুর্চি	১	১	-	
৩.	নিরাপত্তা প্রহরী	৪	৪	-	
৪.	ডেসপাস রাইডার	১	১	-	
৫.	পরিচ্ছন্নতা কর্মী	২	২	-	
	মোট:	৯	৯	-	

গ) সর্বমোট

বিবরণ	পদ সংখ্যা	কর্মরত	শূন্য পদ
রাজস্ব	৬১	৩৮	২৩
আউটসোর্সিং	৯	৯	০
মোট:	৭০	৪৭	২৩

(২) বোর্ড এর পরিচালনা পরিষদ

ক্রমিক নম্বর	নাম ও ঠিকানা		পদবী	মন্তব্য
১.	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ রাবার বোর্ড	:	চেয়ারম্যান	
২.	সকল বিভাগের অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব), পদাধিকারবলে	:	সদস্য	
৩.	উপসচিব (আইন-২ অধিশাখা), পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	:	সদস্য	
৪.	উপসচিব (খাস জমি-১), ভূমি মন্ত্রণালয়	:	সদস্য	
৫.	উপসচিব (প্রশাসন), অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়	:	সদস্য	
৬.	বন সংরক্ষক, চট্টগ্রাম অঞ্চল, চট্টগ্রাম	:	সদস্য	
৭.	পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন	:	সদস্য	
৮.	পরিচালক, বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রাম	:	সদস্য	
৯.	সদস্য (বাস্তবায়ন), পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড	:	সদস্য	
১০.	মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা, পার্বত্য জেলা পরিষদ, বান্দরবান	:	সদস্য	
১১.	জনাব ছলিমুল হক চৌধুরী (সেলিম চৌধুরী), সিনিয়র সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ রাবার গার্ডেনস্ ওনার এসোসিয়েশন	:	সদস্য	
১২.	জনাব শফিকুল ইসলাম (মিন্টু), সভাপতি, বাংলাদেশ রাবার শিল্প সমিতি	:	সদস্য	
১৩.	এম শাহ্ আলম, ভাইস চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ চা সংসদ	:	সদস্য	
১৪.	ড. মোঃ আবদুল হাই মজুমদার, প্রাক্তন জিএম, বিএফআইডিসি, রাবার বিশেষজ্ঞ	:	-	
১৫.	সচিব, বাংলাদেশ রাবার বোর্ড	:	সদস্য সচিব	

(৩) বাংলাদেশ রাবার বোর্ড এর স্টেকহোল্ডার

ক) জেলা প্রশাসন (সংশ্লিষ্ট জেলা)
খ) বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন
গ) বাংলাদেশ রাবার গার্ডেনস্ ওনার্স এসোসিয়েশন
ঘ) বাংলাদেশ রাবার শিল্প সমিতি
ঙ) বাংলাদেশ চা সংসদ
চ) বন অধিদপ্তর
ছ) বাংলাদেশ বন গবেষনা ইন্সটিটিউট
জ) পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড
ঝ) পার্বত্য জেলা পরিষদ
ঞ) খাগড়াছড়ি রাবার বাগান মালিক সমবায় সমিতি লি:

(৪) বাংলাদেশ রাবার বোর্ড সংক্রান্ত আইন, নীতিমালা ও প্রবিধানমালা

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	মন্তব্য
১.	বাংলাদেশ রাবার বোর্ড আইন-২০১৩	বাংলাদেশ রাবার বোর্ড বিধিমালা, ২০২২ প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
২.	বাংলাদেশ রাবার নীতি-২০১০	
৩.	বাংলাদেশ রাবার বোর্ড এর কর্মচারী (চাকুরি) প্রবিধানমালা-২০২০	

(৫) আন্তর্জাতিক সদস্যপদ

ক্রমিক নম্বর	সংস্থার নাম	সাল	বাৎসরিক চাঁদা (US$)	মন্তব্য
১.	International Rubber Research & Development Board (IRRDB)	২০১৮	৫,৮০০.০০	
		২০১৯	৫,৮০০.০০	
		২০২০	৫,৮০০.০০	
		২০২১	৫,৮০০.০০	
২.	Association of Natural Rubber Producing Countries (ANRPC)	২০১৭	৮৮৬.৫১	
		২০১৮	৫,৫৫৬.৮৭	
		২০১৯	৫,৩৫৫.৬৬	
		২০২০	৫,৬০০.০০	
		২০২১	৫,১৬২.০০	
		২০২২	৫,৩৭২.০০	
		২০২৩	৫,৩৩৬.০০	

(৬) অফিস সরঞ্জামাদি

ক) যানবাহন

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	TO&E অনুযায়ী সংখ্যা	ক্রয় করা হয়েছে	জরুরী ভিত্তিতে কেনা প্রয়োজন	মন্তব্য
১.	জীপ	০১টি	০১ টি	-	
২.	কার	০৩টি	০৩টি	-	
৩.	মাইক্রোবাস	০২টি	০১ টি	০১টি মাইক্রোবাস কেনা প্রয়োজন	০৫জন সহকারী পরিচালক ও ০১জন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ইতোমধ্যে যোগদান করেছেন। খুব শীঘ্রই নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষে অবশিষ্ট কর্মকর্তাগণ যোগদান করবেন।
৪.	পিক-আপ (ডাবল কেবিন)	০১টি	-		
৫.	মটর সাইকেল	০১টি	-		
	মোট:	০৮টি	০৫ টি	**০১টি**	

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	ক্রয় করা হয়েছে	অবস্থান
১.	এয়ার কন্ডিশন	৬	চেয়ারম্যান মহোদয়ের কক্ষে-১টি, সচিব মহোদয়ের কক্ষে-১টি, সম্মেলন কক্ষে-২টি ও নতুন ভবন ই-১২ তে ২টি
২.	ল্যাপটপ	৫	চেয়ারম্যান মহোদয়ের কক্ষে-১টি, সচিব মহোদয়ের কক্ষে-১টি ও সহকারী পরিচালক মহোদয়ের ৩ জনের কাছে ৩টি।
৩.	ডেস্কটপ কম্পিউটার	১৬	সচিব, উপপরিচালক এর কক্ষে-২টি ও বাকিগুলো স্টাফ কক্ষে
৪.	লেজার প্রিন্টার (সাদা কালো)	১২	চেয়ারম্যান মহোদয়ের কক্ষে-১টি, সচিব মহোদয়ের কক্ষে-১টি, উপপরিচালক মহোদয়ের কক্ষে ২টি, সহকারী পরিচালক ও স্টাফ কক্ষে-৩টি, স্টোরে জমা-৫টি
৫.	কালার প্রিন্টার	২	চেয়ারম্যান মহোদয়ের কক্ষে ১টি ও উপপরিচালক মহোদয়ের কক্ষে ০১টি
৬.	স্ক্যানার	১১	চেয়ারম্যান মহোদয়ের কক্ষে-১টি ও স্টাফ কক্ষে-৫টি, সহকারী পরিচালক কক্ষে-১টি, স্টোরে জমা-০৪টি
৭.	ফটোকপি মেশিন	২	সচিব মহোদয়ের কক্ষে-১টি, নতুন ভবন ই-১২ তে ১টি
৮.	ফ্রিজ	১	সচিব মহোদয়ের কক্ষে
৯.	সামসং টিভি ৩২"	২	চেয়ারম্যান মহোদয়ের কক্ষে-১টি ও সচিব মহোদয়ের কক্ষে-১টি
১০.	ইনটারনেট রাউটার	৫	সচিব মহোদয়ের কক্ষে, নতুন ভবন ই-১২ তে
১১.	সিটিটিভি (১৬ লাইন বিশিষ্ট)	১	মনিটর সচিব মহোদয়ের কক্ষে (৮টি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে- অফিসের বাহিরে ৫টি ও অফিসের ভিতরে ৩টি। পরবর্তীতে অফিস সম্প্রসারনের পর বাকী ৮টি ক্যামেরা ক্রয় করা হবে)
১২.	ইন্টারকম (১৬ লাইন বিশিষ্ট)	১	বর্তমানে ৫টি লাইন নেয়া হয়েছে। চেয়ারম্যান মহোদয়ের কক্ষে ১টি, সচিব মহোদয়ের কক্ষে ১টি, উপপরিচালক মহোদয়ের কক্ষে-১টি, কনফারেন্স কক্ষে ১টি এবং স্টাফ কক্ষে মাস্টার সেট-১টি ইন্টারকম সেট-আপ বক্স। আইটি সার্ভিস কক্ষে।
১৩.	ফ্যাক্স মেশিন	১	সচিব মহোদয়ের কক্ষে (অকেজো)
১৪.	আইপিএস	৩	আইটি সার্ভিস কক্ষে-০১টি, নতুন ভবন ই-১২ তে ১টি, এবং অকেজো-০১টি
১৫.	ডিজিটাল হাজিরা	১	স্টাফ কক্ষে
১৬.	মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর	১	সম্মেলন কক্ষে
১৭.	মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর স্ক্রীন	১	সম্মেলন কক্ষে
১৮.	স্ট্যান্ড মাউথ স্পীকার	১৫	সম্মেলন কক্ষে

১৯.	চার্জার লাইট	৩	চেয়ারম্যান মহোদয়ের কক্ষের জন্য-১টি, সচিব মহোদয়ের কক্ষের জন্য-১টি ও স্টাফ কক্ষের জন্য-১টি
২০.	স্টীলের আলমিরা	১০	সচিব মহোদয়ের কক্ষে-১টি, উপপরিচালক মহোদয়ের কক্ষে-১ ও স্টাফ কক্ষে-২টি, নতুন ভবন ই-১২ তে ০৬টি
২১.	স্টীলের ফাইল ক্যাবিনেট	৯	চেয়ারম্যান মহোদয়ের কক্ষে-১টি, সচিব মহোদয়ের কক্ষে-১টি, উপপরিচালক মহোদয়ের কক্ষে-১টি ও স্টাফ কক্ষে-১টি, নতুন ভবন ই-১২ তে ০৫টি
২২.	বড় ট্রাঙ্ক (মেটেল)	১০	নিয়োগের কাজে ব্যবহৃত
২৩.	জেনারেটর (ডিজেল) ৫.৫KW	১	অফিসের কাজে ব্যবহৃত
২৪.	প্রিজম ত্রিপায়াসহ	১	অফিসের কাজে ব্যবহৃত
২৫.	ডিজিটাল স্কিন (ভিজুয়্যাল)	১	সম্মেলন কক্ষে
২৬.	ফাইল রেক (মেটেল)	৫	অফিসের কাজে ব্যবহৃত
২৭.	ওভেন	২	অফিসের কাজে ব্যবহৃত
২৮.	রুম হিটার	২	চেয়ারম্যান মহোদয়ের কক্ষের জন্য-১টি, উপপরিচালক মহোদয়ের কক্ষের জন্য-১টি
২৯.	ডিজিটাল এলইডি সাইনবোর্ড	২	অফিসের কাজে ব্যবহৃত
৩০.	ওয়াটার ফিল্টার (ইলেট্রিক)	১	অফিসের কাজে ব্যবহৃত
৩১.	ঘাস কাটার যান্ত্রিক মেশিন	১	অফিসের কাজে ব্যবহৃত
৩২.	এ্যলুমিনিয়াম সিড়ি (২৪ ফুট)	১	অফিসের কাজে ব্যবহৃত
মন্তব্য: অবশিষ্ট কর্মকর্তা কর্মচারীর নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হলে আরো অফিস সরঞ্জাম ক্রয় করতে হবে।			

গ) আসবাবপত্র

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	সংখ্যা	মন্তব্য
১.	**ফুল সেক্রেটারিয়েট টেবিল**	২	চেয়ারম্যান ও সচিব মহোদয় এর কক্ষে
২.	**হাফ সেক্রেটারিয়েট টেবিল**	১৮	উপপরিচালক মহোদয়ের কক্ষে ও স্টাফ কক্ষে
৩.	**কাঠের কম্পিউটার টেবিল ও ফটোকপির টেবিল**	১১	সচিব মহোদয়ের কক্ষে ও স্টাফ কক্ষে
৪.	**১০(দশ) পার্টের কাঠের টেবিল**	১	সম্মেলন কক্ষে
৫.	**কাঠের করণিক টেবিল**	১	স্টাফ কক্ষে
৬.	**এক্সিকিউটিভ কাঠের চেয়ার**	২	চেয়ারম্যান মহোদয়ের কক্ষে ও সম্মেলন কক্ষে
৭.	**ভিজিটরস্ হাতলওয়ালা কাঠের কুশন চেয়ার**	৬	চেয়ারম্যান মহোদয়ের কক্ষে-৫টি ও সচিব মহোদয়ের কক্ষে-১টি
৮.	**সভায় অংশগ্রহণকারীদের হাতলওয়ালা কাঠের কুশন চেয়ার**	৩০	সম্মেলন কক্ষে
৯.	**হাতলওয়ালা কাঠের ভিজিটর চেয়ার**	২৬	সচিব মহোদয়ের কক্ষে ও স্টাফ কক্ষে
১০.	**হাতল ছাড়া কাঠের চেয়ার**	৬	উপপরিচালক মহোদয়ের কক্ষে-২টি,স্টাফ কক্ষে-৩টি ও রান্না ঘর-১টি
১১.	**কাঠের ফাইল র‍্যাক**	২	স্টাফ কক্ষে
১২.	**সোফা সেট**	১	চেয়ারম্যান মহোদয়ের কক্ষে
১৩.	**নামায়ের জন্য কাঠের চেয়ার**	১	চেয়ারম্যান মহোদয়ের কক্ষে
১৪.	**ইজি চেয়ার (কাঠের ও বেতের)**	২	চেয়ারম্যান মহোদয়ের কক্ষে
১৫.	**অনার বোর্ড**	৪	চেয়ারম্যান, সচিব, পরিচালক ও উপপরিচালক
১৬.	**বুক শেলফ ও বুক রেক**	১২	বঙ্গবন্ধু কর্ণার ও লাইব্রেরী
১৭.	**এন্টিক কালার টেবিল**	০৩	সহকারী পরিচালকদের কক্ষে
মন্তব্য: অবশিষ্ট কর্মকর্তা কর্মচারীর নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হলে আরো অফিস সরঞ্জাম ক্রয় করতে হবে।			

বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের সচিত্র প্রতিবেদন

বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের বর্তমান অফিস ভবন

চেয়ারম্যান মহোদয় কর্তৃক দাতমারা রাবার বাগান ও কারখানা, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম পরিদর্শন

অংশীজনের সাথে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভা

১ম প্রাকৃতিক রাবার ও রাবারভিত্তিক শিল্পপণ্য মেলা-২০২২

রাবার গাছ থেকে ল্যাটেক্স সংগ্রহ

রাবার বাগান মালিকদের প্রশিক্ষণ

সচিব মহোদয় কর্তৃক বাংলাদেশ রাবার বোর্ড প্রাঙ্গণে গাছের চারা রোপণ

চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ রাবার বোর্ড কর্তৃক শিটের মান যাচাই

বাংলাদেশ রাবার বোর্ড আইন-২০১৩ বিষয়ক সেমিনার

চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ রাবার বোর্ড কর্তৃক রাবার বাগান পরিদর্শন

বাংলাদেশ রাবার বোর্ড আইন ২০১৩ বিষয়ক সেমিনারে প্রধান অতিথিকে ফুল দিয়ে বরণ